NOV. 25 2001

তারিখ ... ...
কলাম ...

এলাকাভিত্তিতে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হোক

এ. এন. রাশেদা

সমস্যাকে যেভাবে দেখেছিলেন সেখান থেকে উত্তরণ আমাদের আজও হয়নি। ১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ এক সভায় বক্তৃতাকালে রবীন্দ্রনাথ এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কন্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যালজেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সে জন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ-বাতাস, তাহাদের আনন্দ-অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তিযোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে?' রবীন্দ্রনাথের এ উক্তির মধ্যদিয়ে শিশুদের শিক্ষা জীবনের যে চিত্র ফুটে উঠেছে সে চিত্র আজ আরও ভয়াবহরূপ পেয়েছে— শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরুতে নয়, শিক্ষাজীবন শুরুর পূর্ব থেকেই।

আর মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই আসবে নতুন বছর। ঘরে ঘরে তৈরি হয়ে গেছে স্কুল গমন উপযোগী কিছু শিশু। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে আজও তাদের গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। মা-বাবা স্বাভাবিকভাবেই আশা করেন সন্তানদের ভর্তি করতে হবে ভাল স্কুলে, সেরা স্কুলে; কিন্তু সেখানে আসন সংখ্যার চাইতে প্রার্থী সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। সেজন্য প্রয়োজন হয় ভর্তি পরীক্ষা, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ডোনেশন প্রভৃতি। স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের নির্মমভাবে বিদায় করার ব্যবস্থা করা হয় আর সে কারণে প্রশ্নপত্র প্রণীত হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর মানের। যে স্কুল যত বেশি উঁচুমানের প্রশ্ন করবে সে স্কুল তত বেশি স্ট্যান্ডার্ড বলে মা-বাবার কাছে গণ্য হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষও ...তামূলকভাবে তাই করে চলেছেন। শুধু ...ল দিলেও অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়া যায় ...না প্রয়োজন হয় তদবির বা ডোনেশনের। ...ক্ষা দেয়া অত সহজ নয়। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৬ মাস ধরে রীতিমত চলে কোচিং। তথাকথিত ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য গ্যারান্টি দানকারী প্রতিষ্ঠানে চলছে রমরমা ব্যবসা। প্রতিমাসে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা ফি দিয়ে রীতিমত চলে শিশুর কোচিং নামক নিপীড়ন-নির্যাতন। বিকেলের যে সময়টুকু শিশুর খেলাধুলায় মেতে থাকার কথা সে সময়ে বাবা-মার কড়া শাসনে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয় কোচিং নামক যন্ত্রণাদায়ক খাঁচায়, যে খাঁচায় শিশুর ধারণ ক্ষমতার কথা ভাবা হয় না। ভাবা হয় না তার মনমানসিকতার কথা। শিশু মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় আনা হয় না। মনে হতে পারে বর্তমানে শিশুদের ভর্তি নামক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? বিষয়টি অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাবার দাবি রাখে।

কিছুদিন পূর্বে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০' মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে; কিন্তু এ ভয়াবহ সঙ্কট থেকে শিশুদের উদ্ধারের কোন দিকনির্দেশনা সেখানে নেই। থাকলে ভাল হতো। ঢাকা শহরে খ্রিষ্টান মিশনারী কর্তৃক পরিচালিত হলিক্রস স্কুল বেশ সুনামের সাথে অর্ধশতাব্দী পার করছে। তাদের পড়ানোর কায়দা, স্কুলের নিয়মকানুন খুবই প্রশংসিত। ওই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য তারা কোন ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখেনি। যারা সেখানে তাদের সন্তান ভর্তি করতে চান তাদের সন্তানদের মৌখিকভাবে সত্যাসত্য যাচাই করে আবেদনপত্র নিয়ে লটারির মাধ্যমে ভর্তি করানো হয়। কোন তদবিরের প্রয়োজন হয় না। ...

পরীক্ষামূলকভাবে সারা রাজ্যের ৮৭টি গভর্নমেন্ট স্কুল এবং গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুলে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ব্যবস্থাটি খুবই বিজ্ঞানসম্মত। শিশুকে গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্যায়ে মেধাবী কি মেধাবী নয়— এ প্রশ্ন অবান্তর। হাঁটা শেখার আগে দৌড় প্রতিযোগিতা চলে না।

যারা কথায় কথায় ইংল্যান্ড বা আমেরিকার উদাহরণ টানেন তারা নিশ্চয়ই জানেন সেখানে এলাকাভিত্তিতে শিশুদের স্কুল নির্ধারণ করা আছে। ইংল্যান্ডে শিশুদের স্কুলের সামনে রাস্তা পারাপারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিও থাকে। এলাকাভিত্তিতে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হলে অহেতুক যানজটের সমস্যাও কমে যাবে। এক্ষেত্রে সব এলাকার স্কুলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তায় এলাকার জ্ঞানী-গুণী মানুষদের এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে সমাজ অবশ্যই লাভবান হবে। শিশুকে নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা লাঘব হবে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সব শিশুর জন্যই সমান যত্নে লেখাপড়া শেখার সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে সমাজই উপকৃত হবে। অথচ ধনী-গরিবের একই স্কুলে পড়ায় আজ যেন এক বাধার সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু একদিন তো রাজার কন্যা ও মালির পুত্রের একই মাদুরে বসে শিক্ষা গ্রহণের প্রথা ছিল। সমাজের মূল্যবোধের আজ দারুণ অভাব। দেশের সার্বিক অবক্ষয় তারই প্রমাণ। সেখান থেকে উত্তরণের জন্য আজ এ ব্যবস্থা অবশ্যই জরুরি। এভাবে স্কুল করলে এলাকায় এলাকায় হয়ত আরও স্কুলের প্রয়োজন হবে। সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অনেক শিক্ষিত যুবক কাজে নিয়োজিত হতে পারবে। শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশাল শিল্প-কারখানা হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে নানাভাবেই এখানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির সাথে এবং দেশের সব মানুষের বেসিক এডুকেশন নিশ্চিত করার সাথে দেশের উন্নয়নও জড়িত, মানুষের ভাগ্যও জড়িত। যদি সরকার সংবিধান অনুযায়ী সব মানুষের মৌলিক অধিকার দিতে চায়, যদি ১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চায় তাহলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার নামে শিশুদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। প্রথম শ্রেণী থেকেই তার পড়া শুরু হওয়া উচিত। প্রথম শ্রেণীর পূর্বে শিশুর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া কোনভাবেই শুরু হওয়া উচিত নয়। শিশু খেলার মধ্যদিয়ে যা শিখবে তাই হবে তার শিক্ষা; কিন্তু দেখা যায়, সিলেবাসের দোহাই দিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান শিশু শ্রেণীতেই অর্থাৎ নার্সারি বা কে. জি ক্লাসেই one থেকে fifty বানান লিখতে বাধ্য করে। খেয়াল করা হয় না ninteen, twenty, thirty, thirty one বানান-রীতি বোঝার মতো জ্ঞান সেই ক্লাসের শিশুদের সৃষ্টি হয়েছে কিনা। এভাবেই দেখা যায়, শিশুদের পড়ানোর নামে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে Handkerchief, Elephant, Bus-conductor শব্দের মতো শব্দের বানান শিখতে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, কেউ যেন শিশুদের ওপর অহেতুক অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে না পারে অর্থাৎ শিশুর মনন বিকাশ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে কঠোরভাবে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আর এভাবেই হলিক্রস স্কুলের মতো প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে আমরা শিশুদের অযথা মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে পারি।